মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৬

(১)এসব কথা বলা শেষ করে হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, (২)“তোমরা তো জানো, আর দু’দিন পরেই ইদুল-ফেসাখ; এবং ইবনুল-ইনসানকে সলিববিদ্ধ করার জন্য তুলে দেয়া হবে।” (৩)অতঃপর প্রধান ইমামেরা ও লোকদের বুজুর্গরা মহাইমাম কাইয়াফার প্রাসাদে একত্রিত হলেন (৪)এবং হযরত ইসা আ.কে গোপনে ধরে এনে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন। (৫)তবে তারা বললেন, “ইদের সময় নয়, তাতে লোকদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।”

(৬)অতঃপর তিনি যখন বেথানিয়ার কুষ্ঠী সিমোনের বাড়িতে ছিলেন, (৭)তখন এক মহিলা একটি সাদা পাথরের পাত্রে করে খুব দামি সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে এলো এবং তিনি খেতে বসলে সে তা তাঁর মাথায় ঢেলে দিলো। (৮)তা দেখে হাওয়ারিরা রেগে গিয়ে বললেন, “এই অপচয় কেনো? (৯)এটি তো অনেক দামে বিক্রি করে টাকাগুলো গরিবদের দেয়া যেতো।”

(১০)কিন্তু হযরত ইসা আ. তা বুঝতে পেরে হাওয়ারিদের বললেন, “এই মহিলাকে তোমরা দুঃখ দিচ্ছো কেনো? (১১)সে তো আমার জন্য ভালো কাজই করেছে। গরিবরা তো সব সময় তোমাদের কাছে আছে কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না। (১২)সে আমার শরীরে এই তেল ঢেলে আমাকে দাফনের জন্য প্রস্তুত করেছে। (১৩)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সারা দুনিয়ার যেখানেই ইঞ্জিল

প্রচার করা হবে, সেখানেই এই মহিলার কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য তার এই কাজের কথাও বলা হবে।”

(১৪)এরপর সেই বারোজনের মধ্যে একজন, যার নাম হযরত ইহুদা ইস্কারিয়োত রা., প্রধান ইমামদের কাছে গেলেন এবং বললেন, (১৫)“আমি যদি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দেই, তাহলে আপনারা আমাকে কী দেবেন?” তারা তাকে তিরিশ টুকরো রুপা দিলেন। (১৬)সেই সময় থেকেই তিনি তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

(১৭)ইদুল-মাত্ছের প্রথম দিনে হাওয়ারিরা হযরত ইসা আ.র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার জন্য আমরা কোথায় ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবো? আপনার ইচ্ছা কী?” (১৮)তিনি বললেন, “শহরের অমুক লোকের কাছে গিয়ে বলো, ‘হুজুর বলছেন, আমার সময় কাছে এসে গেছে; আমি আমার হাওয়ারিদের সাথে তোমার বাড়িতেই ইদুল-ফেসাখ পালন করবো।’” (১৯)সুতরাং হাওয়ারিরা হযরত ইসা আ.র নির্দেশ মতো কাজ করলেন এবং ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলেন।

(২০)তারপর সন্ধ্যায় তিনি সেই বারোজনকে সাথে নিয়ে খেতে বসলেন। (২১)খাবার সময় তিনি বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সাথে বেইমানি করবে।” (২২)এতে তারা ভীষণ দুঃখ পেলেন এবং একজনের পর একজন বলতে লাগলেন, “হুজুর, নিশ্চয়ই আমি না?”

(২৩)তিনি উত্তর দিলেন, “যে আমার সাথে একই বাটিতে হাত ডুবিয়েছে, সে-ই আমাকে তুলে দেবে।

(২৪)ইবনুল-ইনসানের বিষয়ে যেভাবে লেখা আছে, তিনি সেভাবেই যাচ্ছেন কিন্তু আফসোস সেই লোকের জন্য, যে ইবনুল-ইনসানকে তুলে দেবে! এই লোকের জন্ম না হলেই বরং তার জন্য ভালো হতো।" (২৫)যিনি তাঁকে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন, সেই ইহুদা বললেন, "হুজুর, নিশ্চয়ই আমি না?" তিনি জবাব দিলেন, "একথা তুমি বললে।"

(২৬)খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় হযরত ইসা আ. রুটি নিয়ে শুকরিয়া জানালেন এবং তা ভেঙে হাওয়ারিদের হাতে দিয়ে বললেন, "নাও, খাও, এ আমার শরীর।" (২৭)তারপর তিনি গ্লাস নিয়ে শুকরিয়া জানালেন এবং তাদের হাতে দিয়ে বললেন, (২৮)"তোমরা সবাই এটা থেকে পান করো, কারণ এ আমার রক্ত, চুক্তির রক্ত, যা অনেকের গুনাহ মাফের জন্য দেয়া হচ্ছে।

(২৯)আমি তোমাদের বলছি, আমার প্রতিপালকের রাজ্যে তোমাদের সাথে নতুনভাবে আঙুররস পান করার আগে আর কখনোই আমি তা পান করবো না।" (৩০)অতঃপর তারা একটি হামদ গেয়ে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন।

(৩১)তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আজ রাতে আমার কারণে তোমরা প্রত্যেকে পালাবে। কারণ লেখা আছে, 'আমি রাখালকে আঘাত করবো এবং পালের ভেড়াগুলো ছড়িয়ে পড়বে।' (৩২)কিন্তু আমাকে মৃত থেকে জীবিত করার পর আমি তোমাদের আগেই গালিলে যাবো।" (৩৩)পিতর তাঁকে বললেন, "আপনার কারণে সবাই পালিয়ে গেলেও আমি কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবো না।" (৩৪)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ রাতেই মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" (৩৫)হযরত পিতর

রা. তাঁকে বললেন, “যদি আমাকে আপনার সাথে মরতেও হয়, তবুও আমি আপনাকে অস্বীকার করবো না!” এবং হাওয়ারিরা সবাই একই কথা বললেন।

(৩৬)অতঃপর হযরত ইসা আ. তাদের সাথে গেতসিমানি নামে একটি জায়গায় এলেন। তিনি তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, “আমি যতোক্ষণ ওখানে গিয়ে মোনাজাত করি, ততোক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাকো।”

(৩৭)তিনি পিতর ও জাবিদির দুই ছেলেকে নিজের সাথে নিলেন এবং মনে গভীর দুঃখ ও অশান্তি বোধ করতে লাগলেন। (৩৮)তখন তিনি তাদের বললেন, “দুঃখে যেনো আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা বরং এখানে অপেক্ষা করো এবং আমার সাথে জেগে থাকো।”

(৩৯)অতঃপর তিনি কিছুটা দূরে গিয়ে মাটিতে সেজদায় পড়ে মোনাজাত করলেন, “হে আমার প্রতিপালক, যদি সম্ভব হয়, এই গ্লাস আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক। তবু আমার ইচ্ছামতো না হোক কিন্তু তোমার ইচ্ছামতোই হোক।”

(৪০)তারপর তিনি হাওয়ারিদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন তারা ঘুমাচ্ছেন। তিনি পিতরকে বললেন, “পিতর, তোমরা আমার সাথে এক ঘন্টাও কি জেগে থাকতে পারলে না! (৪১)জেগে থাকো ও মোনাজাত করো, যেনো পরীক্ষায় না পড়ো। রুহে ইচ্ছা আছে বটে কিন্তু দেহ দুর্বল।”

(৪২)আবার তিনি ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বার মোনাজাত করে বললেন, “হে আমার প্রতিপালক, আমি পান না করলে যদি এটার সরে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।”

(৪৩)আবার তিনি ফিরে এসে দেখলেন তারা ঘুমাচ্ছেন; কারণ তাদের চোখ ভারি হয়ে এসেছিলো। ৪৪সুতরাং তিনি আবার তাদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং তৃতীয়বার সেই একই কথা বলে মোনাজাত করলেন।

(৪৫)অতঃপর তিনি হাওয়ারিদের কাছে এলেন এবং তাদের বললেন, "এখনো তোমরা ঘুমাচ্ছো আর বিশ্রাম করছো? দেখো, সময় এসে গেছে। ইবনুল-ইনসানকে গুনাহগারদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। (৪৬)ওঠো, চলো, আমরা যাই। ওই দেখো, যে আমাকে ধরিয়ে দেবে সে এসে পড়েছে।" (৪৭)তখনো তিনি কথা বলছেন, এমন সময় ইহুদা, সেই বারোজনের একজন, সেখানে এলেন। প্রধান ইমামদের ও বুজুর্গদের পাঠানো প্রচুর লোক তরবারি ও লাঠিসহ তার সাথে ছিলো। (৪৮)যিনি তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ওই লোকদের সাথে একটি চিহ্ন ঠিক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যাঁকে আমি চুমু দেবো, তিনিই সেই লোক; তোমরা তাঁকে গ্রেফতার কোরো।"

(৪৯)তখনই তিনি হযরত ইসা আ.র কাছে এসে বললেন, "হুজুর, আসসালামু আলাইকুম!"

এবং তাঁকে চুমু দিলেন। (৫০)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "বন্ধু, তুমি যা করতে এসেছো তা-ই করো।" (৫১)অতঃপর তারা এগিয়ে এসে হযরত ইসা আ.কে গ্রেফতার করলো। হঠাৎ হযরত ইসা আ.র সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে তার তরবারি বের করলেন এবং মহাইমামের গোলামকে আঘাত করে তার একটি কান কেটে ফেললেন। (৫২)তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তোমার তরবারি খাপে রেখে দাও; কারণ তরবারি যারা ধরে, তারা তরবারির আঘাতেই মরে। (৫৩)তুমি কি মনে করো যে, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে চাইলে তিনি

এখনই আমার জন্য বারো বাহিনীরও বেশি ফেরেস্তা পাঠিয়ে দেবেন না? (৫৪)কিন্তু তাহলে পাককিতাবের কথা কীভাবে পূর্ণ হবে, যাতে বলা হয়েছে যে, এসব অবশ্যই এভাবে ঘটবে?”

(৫৫)সেই সময় হযরত ইসা আ. জনতার উদ্দেশে বললেন, “ডাকাত ধরার জন্য মানুষ যেভাবে যায়, সেভাবে তোমরা কি তরবারি ও লাঠি নিয়ে আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছো? আমি দিনের পর দিন বায়তুল-মোকাদ্দসে বসে শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু তখন তো তোমরা আমাকে ধরোনি! (৫৬)কিন্তু এসব ঘটলো যেনো নবিদের কথা পূর্ণ হতে পারে।” তখন হাওয়ারিরা সকলেই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

(৫৭)যারা হযরত ইসা আ.কে গ্রেফতার করেছিলো, তারা তাঁকে মহাইমাম কাইয়াফার কাছে নিয়ে গেলো। তার বাড়িতে আলিমরা ও বুজুর্গরা একত্রিত হয়েছিলেন। (৫৮)হযরত পিতর রা. দূরে থেকে তাঁর পেছনে পেছনে মহাইমামের উঠোনে গিয়ে ঢুকলেন এবং শেষ পর্যন্ত কী হয় তা দেখার জন্য ভেতরে গিয়ে পাহারাদারদের সাথে বসলেন।

(৫৯)প্রধান ইমামেরা এবং মহাসভার সবাই হযরত ইসা আ.কে মেরে ফেলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য খুঁজছিলেন। (৬০)যদিও অনেকেই মিথ্যাসাক্ষ্য দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলো কিন্তু তেমন কোনো সাক্ষ্যই তারা পেলেন না। অবশেষে দু’ব্যক্তি এগিয়ে এসে (৬১)বললো, “এই লোকটি বলেছে, ‘আমি আল্লাহর ঘর ভেঙে ফেলে তিন দিনের মধ্যে আবার তা গড়তে পারি’।”

(৬২)তখন মহাইমাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “তোমার কি কিছুই বলার নেই? এসব লোক তোমার বিরুদ্ধে কী সাক্ষ্য দিচ্ছে?” (৬৩)কিন্তু হযরত ইসা আ. চুপ করেই রইলেন।

তখন মহাইমাম তাঁকে বললেন, “আমি তোমাকে আল্লাহ রাব্বুল আ’লামিনের কসম দিয়ে বলছি, তুমিই যদি মসিহ, আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, হয়ে থাকো, তাহলে আমাদের বলো?”

(৬৪)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “আপনি নিজেই তা বললেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, এখন থেকে আপনারা ইবনুল-ইনসানকে সর্বশক্তিমানের ডান দিকে বসে থাকতে এবং আসমানের মেঘে চড়ে আসতে দেখবেন।”

(৬৫)তখন মহাইমাম তার জামা-কাপড় ছিঁড়ে বললেন, “ও তো কুফরি করলো! আমাদের আর সাক্ষীর কী দরকার? (৬৬)আপনারা তো এইমাত্র ওর কুফরি শুনতে পেলেন। আপনাদের সিদ্ধান্ত কী?” তারা জবাব দিলেন, “ও মৃত্যুর উপযুক্ত।” (৬৭)তখন লোকেরা তাঁর মুখে থুথু দিলো এবং তাঁকে ঘুষি মারলো। (৬৮)কেউ কেউ আবার তাঁকে চড়-থাপ্পড় মেরে বললো, “এই মসিহ, তুই নাকি নবি! বল দেখি কে তোকে মারলো?”

(৬৯)এদিকে পিতর বাইরের উঠোনেই বসে ছিলেন। একজন চাকরানী তার কাছে এসে বললো, “তুমিও তো গালিলের ওই হযরত ইসা আ.র সাথে ছিলে।” (৭০)কিন্তু পিতর সকলের সামনে একথা অস্বীকার করে বললেন, “তুমি যে কী বলছো, আমি তা বুঝতেই পারছি না!”

(৭১)এরপর হযরত পিতর রা. সদর দরজার কাছে গেলেন। তাকে দেখে অন্য এক চাকরানী সেখানকার লোকদের বললো, “এই লোকটি নাসরতের হযরত

ইসা আ.র সাথে ছিলো।” (৭২)আবারো তিনি কসম খেয়ে অস্বীকার করে বললেন, “ওই লোকটিকে আমি চিনি না।”

(৭৩)কিছুক্ষণ পরেই, যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা এগিয়ে এসে পিতরকে বললো, “নিশ্চয়ই তুমি ওদেরই একজন। তোমার কথা বলার ধরণ তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে।” (৭৪)তখন তিনি নিজেকে অভিশাপ দিয়ে কসম খেয়ে বলতে লাগলেন, “ওই লোকটিকে আমি চিনিই না।” আর তখনই একটি মোরগ ডেকে উঠলো।

(৭৫)তখন হযরত পিতর রা.র মনে পড়লো যে, হযরত ইসা আ. বলেছিলেন, “মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।” এবং তিনি বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।